বিজ্ঞানমনস্ক ও পরিবেশ তথা সমাজ সচেতন নাগরিক তৈরিতে ব্রতী পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (পেস)

সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার
সম্পাদক, পেস

ড: সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের কৃতি ছাত্র ও ছোটবেলা থেকেই একজন নিষ্ঠাবান বিজ্ঞান কর্মী। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণী চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক হবার পর তিনি বেরিলীর ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রানী ও মৎসবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় যোগ দেন। দশটিরও বেশি গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি দেড়শ মত গবেষণাপত্র দেশী ও বিদেশী জার্নালে প্রকাশ করেছেন। একাধিক বার পুরস্কৃত হয়েছেন শ্রেষ্ঠ গবেষণা পাঠের স্বীকৃতি স্বরূপ। করেছেন দুটি পেটেন্ট নথিভুক্তকরণ। বিজ্ঞান সম্প্রচারক ও সংগঠক হিসেবে তিনি একাধিক বিজ্ঞান সংগঠনের সাথে যুক্ত ও বেতার, দূরদর্শন ও সংবাদপত্রে জনপ্রিয় বিজ্ঞান সম্প্রচারে সুবিদিত।

সারসংক্ষেপ

সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও পরিবেশ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে বাংলার শিক্ষাজগতের সাথে যুক্ত কিছু বিজ্ঞানপ্রিয় মানুষ গড়ে তোলেন একটি বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সংস্থা – পিপলস্ অসোসিয়েশন ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (সংক্ষেপে, পেস)। তাঁদের উদ্দেশ্য হল – (ক) সমাজকে সমস্ত রকম অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান , ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, জাতপাত - সম্প্রদায় - লিঙ্গগত বৈষম্য, শোষণ - পীড়ণ থেকে মুক্ত করা; (খ) বিজ্ঞান চর্চা, অনুশীলন ও গবেষণা এগিয়ে নিয়ে চলা; গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল গুলো (আধুনিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর খাদ্য, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইত্যাদি) সাধারণ মানুষের কাছে সুলভে পৌঁছে দেওয়া; (ঘ) সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যুক্ত করার কাজকে ত্বরান্বিত করা; (ঙ) সমস্ত রকম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিকল্প হিসেবে 'বিজ্ঞানমনস্ক মানবধর্ম' প্রচার ও প্রসার করা; এবং (চ) সমাজের প্রতিটি স্তরে ভারতীয় সংবিধান- এ কথিত (৫২এ ধারা, এইচ উপধারা) বিজ্ঞানের মেজাজ (সাইন্টিফিক টেমপারামেন্ট) গঠনে উদ্যোগী হওয়া ও এই মর্মে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করা।

বিগত কয়েক বছর 'পেস' বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানো 'পেস' এর অন্যতম ঘোষিত কর্মসূচি (ম্যানডেট)। এই উদ্দেশ্যে নিয়ে কলকাতা ও আশেপাশের জেলায় বেশ কিছু স্কুলে 'পেসআ 'য়োজন করেছে বিজ্ঞানভিত্তিক ক্যুইজ, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, পোস্টার প্রদর্শনী ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আসর। এদের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার হালতু স্কুল পর গার্লস, হালিশহর মালঞ্চ হাইস্কুল, কাঁচরাপাড়ার পলাশী আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুল, কাঁচরাপাড়া উদ্বোধনী গার্লস হাইস্কুল, উত্তর কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ, ও মনোহর একাডেমী উল্লেখযোগ্য। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস (২৮শে ফেব্রুয়ারি) ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ই জুন) পালনের মধ্যে দিয়ে 'পেস' ২০১৫ সাল থেকে সমাজের সর্বস্তরে পরিবেশ ও বিজ্ঞান সচেতনতার কাজ করছে। সেরামিক কলেজ, সেন্ট জোনস্ এম্বুলেন্স, ও চাকদহ পুরসভার সাথে যৌথভাবে পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। প্লাস্টিক দূষণের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করতে ও প্লাস্টিকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোরে পথসভার আয়োজন করা হয়। নিকটবর্তী বাজারেও প্রচার চালানো হয়। ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে যথাক্রমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রানী ও মৎসবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে 'পেস' জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করে। বিজ্ঞান দিবসে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে আয়োজিত হয় বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি অনুষ্ঠান, ক্যুইজ, বিতর্ক, ও পোস্টার প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা। নর্থ পূর্বাচল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যৌথভাবে অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয়। ২০১৮ সালের ১৪ই এপ্রিল 'সারাভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্ক' এর আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে যে 'গ্লোবাল মার্চ ফর সায়েন্স' সংগঠিত হয়, 'পেস' তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিগত তিন বছর যাবত 'পেস' যৌথভাবে কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মদিবস পালন করছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের

উদ্যোগে আয়োজিত আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালনে (পদযাত্রা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে) 'পেস' সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

'পেস' আগামী দিনে পরিবেশ সংক্রান্ত (পরিবেশ দূষণ, গাছ, নদী, জলাশয়, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ), কৃষি ও খাদ্য সংক্রান্ত (জৈব কৃষি, খাদ্য ভেজাল), জনস্বাস্থ্য (মশাবাহিত রোগ, সাপের বিষ, প্রাণীবাহিত উঠতি রোগ), সামাজিক অপবিজ্ঞান (ডাইনিং প্রথা, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ওঝা-গুনিন) বিষয়েও কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।